ঠুমরী

ঠুমরী বা ঠুংরী হল একপ্রকার ভাবপ্রধান গান। এই গানে রাগের বিশুদ্ধতার চেয়ে বেশি ভাবের বিশুদ্ধতার উপর জোর দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর গানে বিভিন্ন রাগের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের শেষভাগে খেয়াল ও টপ্পার মত ঠুমরী গুণী সমাজে সমাদৃত হতো না। কালের বিবর্তনে ও বিভিন্ন রাজা-বাদশাদের পৃষ্ঠাপোষকাতায় ঠুমরী ধীরে ধীরে শাস্ত্রীয় সংগীতের মধ্যে স্থান লাভ করে। বর্তমান দিনে ঠুংরী একটি বিশেষ জনপ্রিয় গীতরিতী।

ঠুংরীর বৈশিষ্ট্য তার গায়ন পদ্ধতি এবং বিভিন্ন রাগের মিশ্রণ তথা সুরের বৈচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত। এই গানের কলেবর সংক্ষিপ্ত কিন্তু তুলনামূলকভাবে তাতে বিভিন্ন রাগ বৈশিষ্ট্য আরোপ করা যায়। ঠুংরীর মাধ্যমে রাগ-বৈচিত্র্য প্রকাশ করাকে সাংকেতিক পরিভাষায় ***'জঙ্গলা'*** বলে। কুশলী শিল্পীরা ঠুমরী গানের একই কলিতে সমপ্রকৃতির দু-তিনটি রাগের এমন মিশ্রণ করেন, যা শাস্ত্রীয় কোন সুরাস্রিতো গানের মতই শোনায়, অর্থাৎ রাগ-রাগিনির কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। ঠুমরী গানে শিল্পীর কল্পনা ও সৃজনশীলতা প্রকাশের অবাধ সুযোগ থাকে।

ঠুংরী গানের উৎকর্ষ সাধন ও তার ব্যাপক প্রচলনের সঙ্গে যার নাম যুক্ত তিনি হলেন লখেনৌর নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্। যদিও তাঁর পূর্বের নবাব আসিফদ্দৌল্লা ঠুমরীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তিনি নিজে গায়ক না হলেও সংগীত প্রিয় ও সংগীত রসিক ছিলেন। তিনি তাঁর দরবারে তানসেনের কনিষ্ঠপুত্র বিলাস খাঁ-র তিন বংশধর- জাফর খাঁ, পেয়ারে খাঁ ও বাসৎ খাঁ- কে স্থান দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঠুংরী তাঁর দরবারে একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। তাঁর দরবারে ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত কত্থক শিল্পী বৃন্দাদীন মহারাজের পিতামহ। কত্থক নৃত্যশৈলির সাথে ঠুমরীর একটি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। ঠুংরী গান কত্থক নৃত্যের সঙ্গে বিভিন্নভাবে পরিবেশিত, পরিমার্জিত ও বিবর্তিত হয়েছে।

ঠুমরী গানের উন্নতিকল্পে যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন লখেনৌ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্। তিনি তাঁর দরবারে বিভিন্ন সংগীত গুণিদের স্থান দিয়েছিলেন। যেমন নৃত্যশিল্পী বৃন্দাদীন মহারাজ। কৃষ্ণভক্ত বৃন্দাদীন মুসলিম সম্রাটের দরবারে থাকলেও তাঁর নৃত্যকলা ও ঠুমরী গানের ভাবকে কৃষ্ণপ্রেমের আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করে রেখেছিলেন। তাঁর নৃত্য ও গীতে ছিল অভূতপূর্ব ঐশ্বরিক নিবেদন। বস্তুতপক্ষে তিনি ঠুমরী গানের মনোন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন। প্রাচীন ও প্রবীণ ঠুমরী গায়ক গায়িকারা আজও বৃন্দাদিন মহারাজের ঠুংরী চর্চা করে থাকেন।

নবাব ওয়াজিদ আলী শুধুমাত্র সংগীত ও নৃত্যেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না; তিনি নিজে একজন সুদক্ষ নৃত্যশিল্পী ও সুগায়ক ছিলেন। তিনি বৃন্দাদীনের সহায়তায় অনেকগুলি স্মরণীয় ঠুংররী গান রচনা করে গেছেন। তৎকালীন সমাজে ঠুমরী সামগ্রিকভাবে শাস্ত্রীয় সংগীতের মর্যাদা না পাওয়ায় বৃন্দাদীন ***'সানদপিয়া'*** ছদ্মনামে ও ওয়াজিদ আলি শাহ্ ***'আক্তারপিয়া'*** ছদ্মনামে গান রচনা করতেন। প্রকৃত বা জাত ঠুমরী বলতে এদের রচিত গানকেই বোঝায়। এই সময় ***'কদরপিয়া'*** ছদ্মনামে নবাবেরই এক আত্মীয় বেশ কিছু ঠুমরী গান রচনা করেছিলেন যার সঠিক পরিচয় জানা যায়নি।

ঠুমরী গান লখনৌ অঞ্চলের গ্রাম্য সংগীত রূপে পরিচিত ছিল এবং শুধুমাত্র মহিলারাই এই গান পরিবেশন করতেন। নবাব-বাদশা এবং সংগীত গুণীদের দ্বারা পরিশিলিত হয়ে সেই গ্রাম্য সংগীত শাস্ত্রীয় সংগীতের মর্যাদা পায় এবং ঠুমরীর প্রধান তিনটি ঘরানার সৃষ্টি হয়। বেনারস, লখেনৌ এবং পাঞ্জাব ঘরানা পদ্ধতিতে ঠুমরীর চর্চা শুরু হয়। বেনারসে ঠুমরীর প্রবর্তক কে! তা অজ্ঞাত। তবে মইজুদ্দিন খাঁ বেনারসী ঠুমরীর যে প্রধান প্রচারক ছিলেন তা নিশ্চিত। বেনারসের ঠুমরী খেয়ালাঙ্গে গীত

হয়। এর গতি ধীর এবং প্রকৃতি গম্ভীর। চটুলতা এই ধরনের ঠুমরীতে সম্পূর্ণ বর্জিত। সংযতভাবে রাগ মিশ্রণ এবং প্রতিটি স্বরের নান্দনিক ব্যবহার ও স্বাতন্ত্র বজায় রাখা হয় এই ঠুমরীতে। লখেনৌ ঠুমরীর গতি-প্রকৃতি বেনারসের তুলনায় দ্রুততর। এর গতি ও চাপল্য দুইই অধিক। নৃত্যের সাথে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী এই ঠুমরীকে দ্রুততর করা হয়েছিল। গিটকিরি, মুরকি ইত্যাদির ব্যবহার লখেনৌ ঠুমরীর বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে স্বরের একক প্রাধান্য অপেক্ষা অলংকারিক স্বরূপ রচনার দিকে বেশি নজর দেওয়া হয়। লখেনৌ ঠুমরীর সাথে পাঞ্জাবী ঠুমরীর অনেক ক্ষেত্রেই মিল দেখা যায়। তবে পাঞ্জাবী ঠুমরীর ক্ষেত্রে পাঞ্জাবের গ্রাম্যগিতের কতগুলি অলংকরণ যুক্ত করা হয় যা অন্য কোন ঠুমরীতে দেখা যায় না। অপ্রত্যাশিত স্বরক্ষেপণ এই ঘরানার ঠুমরীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দুটি গায়কী অঙ্গে ঠুমরী পরিবেশিত হয় যথা পূর্বী ও পাঞ্জাবী। বেনারস ও লখেনৌ ঠুমরীকে পূরবী ঠুমরী বলে। পাঞ্জাব ঠুমরীতে টপ্পার বেশ কিছুটা প্রাধান্য লক্ষিত হয় এবং এক্ষেত্রে বেশ কিছু তানের কাজ থাকে। ঠুমরীর অপর একটি প্রকারভেদ হল দাদরা। গায়ন ভঙ্গি অনুযায়ী ঠুমরীকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি যথা-

খড়ি বোলি ঠুমরী:- এই ঠুমরি রাগ সংগীত ও খেয়ালের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে এই ঠুমরী অন্যদের থেকে পৃথক। এই ঠুমরী ঝাপতাল, একতাল ও পাঞ্জাবী ঠেকাতে গাওয়া হয়।

পূর্বী অঙ্গের ঠুমরী:- বিহারের পশ্চিমাঞ্চল, বেনারস লখনৌ অযোধ্যা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের প্রভাব ও মিশ্রণ রয়েছে এই সংগীতে। এই অঙ্গে লাওনি, চৈতি, কাজরি, ঝুলন গান প্রভৃতি ঠুমরী রূপে গাওয়া হয়।

হোরী ঠুমরি:- হোরী ধামার থেকে হোরী ঠুমরীর উৎপত্তি হয়েছে। দোলনযাত্রা ও হোলি উপলক্ষে এই ঠুমরীগুলি চাঁচর তালের সাথে গাওয়া হত। এছাড়া যৎ, দ্বীপচন্ডী তালেরও ব্যবহার আছে। পরে এই ঠুমরীর একটি সরল প্রকরণ প্রচলিত ও জনপ্রিয় হয়।

সহায়ক গ্রন্থ- *ড. বিমল রায়, ভারতীয় সঙ্গীত প্রকর্ষ, পৃ. ২৫৮-২৬১*